"মুজিব বর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

বাংলাদেশ দূতাবাস
শ্রম কল্যাণ উইং
কুয়েত

তারিখঃ ২২-১১-২০২০ খ্রিঃ

সম্মানিত কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণের সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কুয়েতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ২০২০ সালে প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরষ্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সে প্রেক্ষিতে কুয়েতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের (ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে) বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর এই পুরষ্কারটি আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২০, শুক্রবার, সকাল ৯.০০ টায় প্রদান করা হবে।

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে পুরষ্কারঃ বৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশি পুরুষ-০২টি ও নারী-০২টি।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুরষ্কারঃ প্রবাসী বাংলাদেশি (নারী/পুরুষ) মালিকানাধীন বৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান-০২টি।

এই পুরষ্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যে আগ্রহী প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে আগামী ০৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে (সকাল ০৮.০০ থেকে বিকাল ০৪.০০ পর্যন্ত) দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আবেদন ফরম ও এ-সংক্রান্ত নীতিমালা দূতাবাসের ওয়েবসাইট (https://bdembassykuwait.org) ফেইজবুক পেজে (Bangladesh Embassy, Kuwait) অথবা দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইং থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

দূতাবাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি, ২০২০

বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত।

বাংলাদেশ দূতাবাস
শ্রম কল্যাণ উইং
কুয়েত

নং-বিডিইএমবি/এলডব্লিউ/আইএমডি/২০২০- তারিখ: ২২ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

বিষয়: আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত কর্তৃক কুয়েতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীগণকে বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত পুরস্কারটি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার নামে অভিহিত হবে। প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

২। এ পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর নিম্নরূপ যোগ্যতা/কাগজপত্র দাখিল করতে হবেঃ

২.১ জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
২.২ পাসপোর্ট থাকতে হবে;
২.৩ বৈধ আয়ের উৎসের প্রমাণপত্র প্রদান করতে হবে;
২.৪ কুয়েতে অবস্থানের সর্বমোট সময়কাল;
২.৫ গত দুই বছর বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণের প্রমাণপত্র;
২.৬ প্রেরিত টাকার পরিমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবছর ন্যূনতম ৪,৫০০.০০ কুয়েতি দিনার এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিবছর ন্যূনতম ৯,০০০.০০ কুয়েতি দিনার হতে হবে;
২.৭ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

৩। মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইচ্ছাপোষণ করলে কোন বৎসর এই পুরস্কার প্রদানের সংখ্যা বা যোগ্যতার হ্রাস বা বৃদ্ধি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। পুরস্কারের সংখ্যা সাধারণভাবে কোন বৎসরে ০৬ (ব্যক্তি পর্যায় নারী-০২টি ও পুরুষ-০২টি এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে নারী/পুরুষ-০২টি) এর অধিক হবে না এবং কেবল বাংলাদেশের নাগরিকগণ এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবেন।

৪। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার হিসাবে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বাংলাদেশ দূতাবাস নামাঙ্কিত একটি সুদৃশ্য ক্রেস্ট ও একটি সম্মাননা পত্র প্রদান করা হবে। পুরস্কার প্রাপ্তদেরকে প্রদেয় সম্মাননা পত্র সংলাগ ‘খ’ নমুনাসারে হবে।

৫। পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে বা নির্দিষ্ট তারিখে পুরস্কার গ্রহন করবেন মর্মে কোন সুনিশ্চিত সম্মতি পাওয়া না গেলে নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম পুরস্কার প্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে না। অর্থাৎ তাঁকে পুরস্কারপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণা করা হবে না।

৬। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

৬.০১ বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং কর্তৃক আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কারের জন্য আবেদন আহ্বান করে দূতাবাসের ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে;

৬.০২ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার ২ ধারায় বর্ণিত শর্তানুযায়ী কুয়েতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীগণ ব্যক্তি পর্যায়ে সংলাগ-‘ক’ ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংলাগ ‘গ’-তে প্রদত্ত ছক পূরণপূর্বক ডিসেম্বর মাসের ০৬ তারিখের মধ্যে আবেদন বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং-এ প্রেরণ করবেন।

৬.০৩ আবেদন পত্রসমূহ প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাইকরণের উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক 'অভিবাসী দিবস পুরস্কার' প্রদান সংক্রান্ত তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ১৫ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারীর ক্রমানুসারে সুপারিশ সহকারে প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকা মান্যবর রাষ্ট্রদূতের নিকট উপস্থাপন করবে।

৬.৪ মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদনের পর ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরস্কার প্রাপ্তদের চুড়ান্ত তালিকা দূতাবাসের ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করা হবে। একই যোগ্যতাসম্পন্ন পুরস্কারপ্রার্থীর সংখ্যা অধিক হলে সংক্ষিপ্ত তালিকার আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে ১৫ ডিসেম্বর তারিখের পূর্বে সুবিধাজনক তারিখ ও সময়ে লটারীর মাধ্যমে চুড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। উল্লেখ্য যে, এ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬.৫ যে সকল ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপক অনিবার্য কারণবশত: পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অপারগ, পুরস্কার প্রাপকের স্ত্রী বা স্বামী অথবা যথাযথ উত্তরাধিকারী পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৬.৬ কোন পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যথাযথ উত্তরাধিকারী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সক্ষম না হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তিনি পুরস্কারটি ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারবেন।

৭। বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত কর্তৃক সময়ে সময়ে কুয়েতের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ নীতিমালার শর্তসমূহ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষন করা হল।

আদেশক্রমে-
স্বাক্ষরিত/-
মোহাম্মদ আবুল হোসেন
কাউন্সেলর (শ্রম)

''সংলাগ-ক"

'আবেদন ছক'

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য ছক

প্রস্তাবিত ব্যক্তির পাসপোর্ট আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

১। ব্যক্তিগত তথ্য (পাসপোর্টের ফটোকপি সংযুক্ত):

১.০১ নাম-বাংলায়ঃ
ইংরেজীতেঃ
১.০২ পিতার নামঃ
১.০৩ মাতার নামঃ
১.০৪ জন্ম তারিখঃ
১.০৫ নাগরিকত্বঃ
১.০৬ স্থায়ী ঠিকানাঃ
১.০৭ বর্তমান ঠিকানাঃ
১.০৮ ল্যান্ড ফোন নম্বরঃ অফিস/আবাসিক
১.০৯ ফ্যাক্স নম্বরঃ
১.১০ ই-মেইল ঠিকানাঃ

২। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

৩। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে (০১ জুলাই/১৯ হতে ৩০ জুন/২০ পর্যন্ত) প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমান (টাকার রশিদের কপি সংযুক্ত):

৪। আয়ের উৎসের বিবরণঃ

৫। কর্মক্ষেত্রের ঠিকানাঃ

৬। কুয়েতে অবস্থানের মোট সময়ঃ

৭। উল্লেখ করার মত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকলে তার বিবরণঃ

৮। আবেদন বিবেচনাকালে জরুরি কোন তথ্যের জন্য বা অন্য যে কোন প্রয়োজনে যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবেঃ

৮.০১ নামঃ
৮.০২ বর্তমান ঠিকানাঃ
৮.০৩ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ
৮.০৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ
৮.০৫ ই-মেইল ঠিকানাঃ

৯। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনিবার্য কারণে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলে যিনি পুরস্কার গ্রহণ করবেনঃ

৯.০১ নামঃ
৯.০২ বর্তমান ঠিকানাঃ
৯.০৩ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ
৯.০৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ
৯.০৫ ই-মেইল ঠিকানাঃ

১০। হলফনামা:

আমি.....(আবেদকারীর নাম).....এই মর্মে জানাচ্ছি যে, এ আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র সঠিক।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(.....আবেদনকারীর নাম.....)
সীল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আবেদন ছক পুরণ বিষয়ে নির্দেশিকা-

ক. আবেদন পত্রে আবেদনকারী অবশ্যই স্বাক্ষর করবেন।
খ. আবেদনের সকল পাতায় এবং সংলাগসমূহে আবেদনকারী অনুস্বাক্ষর করবেন।
গ. আবেদন A4 আকারের কাগজের একদিকে কম্পিউটার কম্পোজ করে প্রস্তুত করতে হবে।
ঘ. আবেদনকারীর পাসপোর্টের ফটোকপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
ঙ. আবেদন ছকের যে সকল বিষয় আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য নয় সে সকল বিষয়ে "প্রযোজ্য নয়" এবং যেগুলি নাই সেগুলির ক্ষেত্রে "নাই" লিখতে হবে।
চ. ছকটি https://bdembassykuwait.org হতে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

"সংলাগ-খ"

বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত
আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার

সম্মাননা পত্র

বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত----------কে বৈধপথে বাংলাদেশে নিয়মিত রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরুপ---------- সালের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কার প্রদান করছে।

রাষ্ট্রদূত

----------বঙ্গাব্দ

----------খ্রিস্টাব্দ

"সংলাগ-গ"

আবেদন ছক

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য ছক

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের মালিকের পাসপোর্ট আকারের ২টি রঙ্গিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

১। প্রতিষ্ঠানের মালিকের ব্যক্তিগত তথ্য (পাসপোর্টের ফটোকপি সংযুক্তঃ)

১.০১ নাম- বাংলায়ঃ
ইংরেজিতেঃ
১.০২ পিতার নামঃ
১.০৩ মাতার নামঃ
১.০৪ জন্ম তারিখঃ
১.০৫ নাগরিকত্বঃ
১.০৬ স্থায়ী ঠিকানাঃ
১.০৭ বর্তমান ঠিকানাঃ
১.০৮ ল্যান্ড ফোন নম্বরঃ অফিস/আবাসিক
১.০৯ মোবাইল ফোন নম্বরঃ
১.১০ ফ্যাক্স নম্বরঃ
১.১১ ই-মেইল ঠিকানাঃ

২। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
৩। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে (০১ জুলাই/১৯ হতে ৩০ জুন/২০ পর্যন্ত) প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমান (টাকার রশিদের কপি সংযুক্ত):
৪। অর্থ প্রাপ্তির উৎসের বিবরণঃ
৫। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ
ফোন নং----------মোবাইল----------
৬। প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সময়কাল

৭। কুয়েত সরকার প্রদত্ত কাগজের বিবরণঃ (ফটোকপি সংযুক্ত)
ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের/কম্পিটেন্ট আথরিটির লাইসেন্স
খ) ট্রেড লাইসেন্স বা সমপর্যায়ের প্রমাণক
গ) TAX/VAT রেজিস্ট্রেশন সনদ
ঘ) মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যাল

৮। উল্লেখ করার মত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকলে তার বিবরণঃ

৯। আবেদন বিবেচনাকালে জরুরি কোন তথ্যের জন্য বা অন্য যে কোন প্রয়োজনে যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবেঃ
৯.০১ নামঃ
৯.০২ বর্তমান ঠিকানাঃ
৯.০৩ ল্যান্ড ও মোবাইল ফোন নম্বরঃ
৯.০৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ

৯.০৫ ই-মেইল ঠিকানাঃ

১০। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনিবার্য কারণে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলে যিনি পুরস্কার গ্রহণ করবেনঃ

১০.০১ নামঃ

১০.০২ বর্তমান ঠিকানাঃ

১০.০৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ

১০.০৫ ই-মেইল ঠিকানাঃ

১০। প্রস্তাবঃ

আমি .....(আবেদনকারীর নাম).....এই মর্মে জানাচ্ছি যে, এ আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র সঠিক।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(.....আবেদনকারীর নাম.....)

সীল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আবেদন ছক পুরণ বিষয়ে নির্দেশিকা-

ক. আবেদন পত্রে আবেদনকারী অবশ্যই স্বাক্ষর করবেন।

খ. আবেদনের সকল পাতায় এবং সংলাগসমূহে আবেদনকারী অনুস্বাক্ষর করবেন।

গ. আবেদন A4 আকারের কাগজের একদিকে কম্পিউটার কম্পোজ করে প্রস্তুত করতে হবে।

ঘ. আবেদনকারীর পাসপোর্টের ফটোকপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. আবেদন ছকের যে সকল বিষয় আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য নয় সে সকল বিষয়ে “প্রযোজ্য নয়” এবং যেগুলি নাই সেগুলির ক্ষেত্রে “নাই” লিখতে হবে।

চ. ছকটি https://bdembassykuwait.org হতে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।